গাংনীতে বালি বোঝায় ট্রলির ধাক্কায় শিশু নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে বালি বোঝায় ট্রলির ধাক্কায় ছামিয়া নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। নিহত ছামিয়া (৩) ভাটপাড়া গ্রামের খোকনের মেয়ে। রবিবার বেলা ১ টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, ছামিয়ার মা অন্যের বাড়িতে পানি আনতে বাড়ি থেকে বের হলে ছামিয়া তার মায়ের পিছু পিছু রাস্তা পার হতে যায় । এসময় গাংনী থেকে নওপাড়া মুখি একটি দ্রতগামী বালি বোঝায় ট্রলি ছামিয়াকে ধাক্কা দিলে ছামিয়া গুরুতর আহত হয়।
স্থানীয়রা দ্রত গাংনী হাসপাতালে নিলে তার মৃত্য হয়। ঘাতক ট্রলিকে আটকে দিলেও চালক পালিয়ে যায়।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানায়,হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মেহেরপুরে আসেননি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মেহেরপুরে আসেননি জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বিষয়ে বলেন, আমাদের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী কিন্তু মেহেরপুরে যাবার জন্য আমাকে বলেছিল।

আমি বলেছি যে, মেহেরপুরে ঢুকতে পারবা না। কারণ ঢাকায় তো করোনাভাইরাস আছে। এক্ষেত্রে কোনো মানুষ মেহেরপুরে ঢুকুক, আমি চাই নাই।

তাকে আমি যেতে দিই নাই। আমি বলেছি, তুমি এখানে বসে টেলিফোনে বা অন্যকোন মাধ্যমে কাজ করো।

ঢাকায় যারা রয়েছে আমি তাদেরকে বলেছি ঢাকায়ই থাকতে হবে। কেউ এখান থেকে নিজের জায়গায় যেতে পারবে না।

রবিবার খুলনা ও বরিশাল বিভাগের জেলা প্রশাসকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী৷

মেপ্র/এমএফআর

১৭ই এপ্রিলে বাইরের জেলার মানুষ ঢুকবেনা মুজিবনগরে

১৭ই এপ্রিল বাইরের জেলার মানুষ আসতে পারবেনা মুজিবনগরে। রবিবার সকালে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের জেলা প্রশাসকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মেহেরপুর প্রসঙ্গে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এর কারনে সকল জেলার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করা হয়েছে।

যে যেখানে আছে সেখানেই ঘরের ভিতর থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সেকারনেই মুজিবনগর দিবসে বাইরের জেলা থেকে কোন মানুষ আসতে পারবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মেপ্র/এমএফআর

অভিযোগের তীর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা রিয়াজুলের বিরুদ্ধে

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের নাম ভাঙ্গিয়ে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে রোগীর খাবার লুটপাট ও রোগীর স্বজনদের সাথে অসৌজন্য আচরন করছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম।

করোনা সংক্রামনের কারণে রোগীর সংখ্যা কম হলেও প্রতিদিনই ৫০ জনের খাদ্য কাগজ কলমে দেখিয়ে টাকা লুটপাট করছেন। লুটপাটের প্রতিবাদ করায় ইতোমধ্যে তিনজন ডাক্তারকে গাংনী হাসপাতাল ছাড়তে হয়েছে।

এদিকে ডা: রিয়াজুল আলমের বিরুদ্ধে অনিয়ম দূর্নীতির সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে তার বিচারের দাবিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। স্থানীয়রা জানায়, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা চরমে পৌছেছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম যোগদানের পর থেকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের নিকট আত্নীয় পরিচয়ে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে ডাক্তার নার্স থেকে শুরু করে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে অসৌজন্য মুলক আচরণ করছেন। কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সাথে অসদাচরণ করায় ইতোমধ্যে তিনজন ডাক্তার আমিরুজ্জামান আরেফীন, বুদাদীপ্ত দাস ও শাকিলা আফরোজ হাসপাতাল ছেড়েছেন বলে গুঞ্জন রয়েছে।

এছাড়া সিনিয়র চিকিৎসকদের বাদ দিয়ে জুনিয়র চিকিৎসক সাদিয়াকে আরএমও দায়িত্ব দেওয়ায় শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন। সম্প্◌িরত রোগীর সংখ্য কম থাকলেও প্রতিদিনই ৫০ জনের খাবার দেখিয়ে লুটপাট করা হচ্ছে। গত ১ মাসের রোগী ও খাবারের তথ্য সংগ্রহ করে তদন্ত করলে অনিয়মের

বিষয়টি ধরা পড়বে বলে জানান স্থানীয়রা।

নামপ্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারী জানান, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম বিভিন্ন ভুয়া বিল করে লুটপাট করতে সকলকে জিম্মি করার চেষ্টা করছেন। হাসপাতালের একজন কর্মী ভুয়াবিল করতে না চাওয়ায় তার মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে তাকে বদলীর হুমকি দিয়েছেন।

এছাড়া ভুয়া বিল ও অনিয়মের প্রতিবাদ করলেই বদলী ও পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন তিনি। যুবলীগ নেতা ও সদ্য বিদায়ী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ও এইচ এম ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক দেলোয়ার হোসেন মিঠু বলেন, মেহেরপুরের সিভিল সার্জনের নির্দেশনা অনুযায়ী তার ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের সকল তথ্য দিতে গেলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম তার সাথে অসৌজন্য মুলক আচরণ করেন।

তিনি আরও বলেন ডা: রিয়াজুল আলমের বিরুদ্ধে উঠা অনিয়ম তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। হাসপাতালের ট্রেনিং সেন্টারে কর্মরত একজন বয়স্ক মানুষ সজিনার ডাটা কুড়ানোর অপরাধে তার সাথে অসৌজন্য মুলক আচরন করেন। বয়স্ক ব্যক্তির ছেলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলমের বিচার দাবি করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন।

হাসপাতালের তথ্য চাওয়ায় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম এক সাংবাদিককে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন ঐ সাংবাদিক। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচার দাবি করেছে স্থানীয় সাংবাদিকরা।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, করোনা সংক্রমনে কোন পরামর্শ নেওয়ার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলমের মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে অপরিচিত নম্বর হওয়ায় ব্লক করে দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। দুপুরে সরকারি কাজ ফেলে রেখে। রোগীদের সেবা দেয়া বাদ দিয়ে হাসপাতালের সামনে জড়ো করেন ঐ কর্মকর্তা।

এদিকে হাসপাতাল ছেড়ে কয়েকজন কর্মকর্তা কর্মচারী জোট বেঁ◌েধ যেতে না চাইলে বদলীর হুমকি দিয়ে তাদের একত্রিত করা হয়। এ ঘটনার সংবাদ পেয়ে সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন হাসপাতাল চত্তরে

উপস্থিত হয়ে রোগীদের চিকিৎসা সেবা বাদ দিয়ে কেন হাসপাতাল চত্তরে জড়ো হয়েছেন তা জানতে চান।

সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, সেবা বাদ দিয়ে একত্রিত হওয়া। সেবা বাদ দিয়ে হাসপাতালের সামনে জড়ো হওয়া ঠিক হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আপনারা ডাক্তার মানুষ আপনাদের এত মাথা গরম কেন।

খুলনার স্থানীয় এক সিনিয়র সাংবাদিক বলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের ব্যাপক জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই নাম ভাঙ্গাতে পারে। তবে যারা মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের নাম ভাঙ্গিয়ে ফায়দা লুটতে চাই তাদের বিরুদ্ধ ইতোপূর্বে ব্যবস্থাও নিয়েছেন তিনি।

ডা: রিয়াজুল আলমের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, রোগীর খাবারে বিষয় স্বাস্থ্য বিভাগ দেখবে এখানে সাংবাদিককে জবাব দিতে হবে কেন? আমার বিরুদ্ধে সংবাদ করিলে আমি মামলা করিবো।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীননলেন, বিষয়টি আমি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সময় দিন।
এবিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান পিএস বলেন কেও আইনের উর্দ্ধে না, অনিয়ম করিলে তার বিচার হবে।

মেপ্র/এমএফআর

বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের ফাঁসি কার্যকর

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে তা কার্যকর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব

আলম।

এর আগে শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় কারাগারে উপস্থিত হন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা। এছাড়াও অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মো. আবরার হোসেন, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ঢাকার সিভিল সার্জন আবু হোসেন মো. মইনুল আহসান কারাগারে প্রবেশ করেছেন।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় আবদুল মাজেদের সঙ্গে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র জানায়, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি।

আজ রাতেই বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি আজ রাতেই হবে। শনিবার রাত ৯টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব আলম।

কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফাঁসির মঞ্চটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুত রয়েছে জল্লাদের একটি দল। কারা কর্তৃপক্ষ সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। যে কোনো মুহূর্তে কার্যকর হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদের ফাঁসি।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

এর আগে আবদুল মাজেদের সঙ্গে শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করছে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান। রাত ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা কারাগারের ভেতরেই ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন

মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র বলছে, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছেছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি। সূত্র-যুগান্তর

গাংনীতে বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ, স্বজনদের বিক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনীতে বিনা চিকিৎসায় ইসরাফ হোসেন (৫০)নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তার পরিবার। শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় গাংনী হাসপাতালের তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম সহ কর্তব্যরত চিকিৎসকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে রোগীর স্বজন ও স্থানীয়রা।

ইশরাক হোসেন পৌর এলাকার পশ্চিম আলতা দেওয়া গ্রামের রুস্তম আলীর ছেলে।

ইসরাফ হোসেনের ছোট ভাই মোস্তফা জানান, তারপর বিকেল বেলায় নিজ গ্রামের একটি মাঠে কাজ করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে নিয়ে আসে। জরুরি বিভাগে নেওয়ার পরে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা চিকিৎসাসেবা দিতে গড়িমসি করে পরে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম কে তার বাসভবনে ডাকতে গেলে তিনিও রোগীর সেবা দিতে এগিয়ে আসেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

মুজিবনগরে সরকারী ত্রাণের সাথে পাউডার দিলেন মুরাদ

মুজিবনগরে করোনা ভাইরাসের প্রকোটে অসহায় হয়ে পরা দিনমুজুরদের মাঝে ৩য় ধাপে ত্রাণ বিতরনের মধ্যে পাউডার দিয়ে সহোযোগীতা করেছেন টিউলিপ বাংলাদেশ কোম্পানির ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মুরাদ আলী।

শনিবার দুপুরে তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর হাতে ৭২০ প্যাকেট নিজের কোম্পানির তৈরিকৃত টিউলিপ পাওয়ার ওয়াশ ডিটারজেন্ট পাউডার তুলে দেন।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট চালু

বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট করোনার সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে গতকাল শনিবার সকাল ৮টায় দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে “বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম” কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে চালু করা হয়।

একটি বক্স থেকে অন্য বক্সের দূরত্ব ১০ ফুট এবং এই লাইন থেকে অন্য লাইনের দূরত্ব ২০ ফুট। প্রতিটি বক্সে একটি দোকান বসবে। একটি দোকানে একজন ক্রেতা পণ্য ক্রয় শেষ হলে অন্যজন ক্রয় করবে। চুন দিয়ে বক্সগুলো তৈরি করা হয়।

এটি বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও কার্পাসডাঙ্গা বাজার

দোকান মালিক সমিতির সার্বিক সহযোগিতায় এ কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন।

এ জন্য দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সকল সদস্যেদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকার সচেতন মহল। পরর্বতী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজার এখন থেকে এই ব্যবস্থাপনায় চলে আসবে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনে জন্যে, একটু সহানুভুতি কি পেতে পারি, বিশ্ব যখন করোনাভাইরাসে আতঙ্ক, এবং আতঙ্কে বসবাস করছে ঘরমুখী পরিবার।

অসহায়ত্ব মানুষের মাঝে দাঁড়িয়েছেন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওয়েভ ফাউন্ডেশন। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্দ্যেগে করোনায় ঘরমুখী পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টায় দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ভূমি অফিস প্রাঙ্গনে এ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিঙ্কন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন মো. মহিউদ্দীন এসময় উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের রিজিওনাল অফিসার জিল্লুর রহমান যুদ্ধ, প্রকল্প সমন্বয়কারী-কিতাব উদ্দিন, সমন্বয়কারী আওয়াল হোসেন প্রমুখ।